বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

তৃতীয় বর্ষ | ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ শনিবার ২৬শে মাঘ ১৩৮০ | ১৮ সংখ্যা

"স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝায় না, বোঝায় সম্পদের সুষম বণ্টন, জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক অন্যায়ের বিলোপ সাধন এবং বর্শীয় গোড়ামী নির্মূল করা।"

—সুভাষ চন্দ্র বসু

পরলোকে বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তিরোধানের সংবাদকে বিজ্ঞানজগতে ইন্দ্রপতনের তুল্য একটি ঘটনা বলেই সকলে মেনে নেবেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে শুধু ভারতবাসীই নয়, সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীরাই শোকাচ্ছন্ন। মাত্র কিছুদিন আগেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন আবিষ্কারের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশবিদেশের বিদগ্ধজনেরা এখানে সমবেত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বহু লোকের মনে প্রত্যাশা ছিল, তাঁর আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করা হবে এবং সমগ্র ভারতবাসীর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হবে। সকলেরই দুর্ভাগ্যের কথা যে তাঁরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।

ডাঃ বসুর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তাঁর গবেষণা ছিল আধুনিক বিজ্ঞানে একটি মৌলিক অবদান। বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যায় তাঁর দখল ছিল অনবদ্য। রসায়ন শাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। অনেকেই হয়ত জানেন, যে তাঁরই প্রথম জন্মস্থল অবিভক্ত বাংলার তৈরী একটি ঔষধ, রক্ত উচ্চচাপের এবং কলপ্রসূ হয়েছে যে তার ফলে বিশেষ আর একটি প্রসিদ্ধ এবং নামী ঔষধের আমদানি ভারতবর্ষে এক্কোরে বন্ধ হয়েছে। ডাঃ বসুর মাতৃভাষার প্রতি ছিল অসীম শ্রদ্ধা। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারে তাঁর আজীবন তপস্যার জন্য, তিনি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শুধু উচ্চ প্রশংসিতই হন নি, বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বাংলা বই, "বিশ্বপরিচয়" তিনি সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গও করেছিলেন।

তিনি ছিলেন মহান আদর্শে দীক্ষিত একজন শিক্ষাগুরু। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানতপস্বী। নিজেই শুধু জ্ঞানলাভ করে ক্ষান্ত থাকেন নি, বহু ছাত্রদের মনের ভিতর নিজের চারিত্র প্রভাবে জ্ঞানোন্মেষের বীজ বপন, ও সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত করতে পেরেছিলেন তিনি আত্মদানের মধ্যে দিয়েই, বহু জ্ঞানসাধকের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই খানেই তাঁর শিক্ষক জীবনের সার্থকতা, এই ভাবেই তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করে, গুরু-ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যত কথাই বলা হোক, তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। এধরণের লোককেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়, "আমেন সর্বজ্ঞ লোকে না জন্মে, না মরিবে।" পৃথিবীতে বহু লোক আসবে, যাবে। কিন্তু এমনটি আর হয় নি, হবেও না। সত্যিকারের একজন কর্মকুশল পুরুষ ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন অসাধারণ।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ধারা ছিল আমাদের দেশের পুরাকালের ঋষিদের মত। সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন জীবনধারার মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা ছিল উচ্চতম পর্যায়ে নিবদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। তাঁর সকল কর্মই ছিল, 'অনন্তিতায়, জগদ্ধিতায়'। দেশজননীকে তিনি জগৎসভার সম্মানের প্রথম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জনকল্যাণই ছিল তাঁর সকল কর্মের প্রেরণা এবং প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভও ঘটেছিল বিরাট ভাবে। জ্ঞানের যে দীপশিখা তিনি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন অনির্বাণ ভাবে সারাজীবনধারী, উত্তর সূরীরা সেই জ্ঞানালোক বর্তিকাকে আরো উজ্জ্বল ও দিগন্তব্যাপী করে তুলতে পারলেই, তাঁকে প্রকৃতভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

আমরা এই জ্ঞানতপস্বীর উদ্দেশ্যে, বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উদ্দেশ্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

সম্পাদকীয়

পল্লী বিদ্রোহের পদধ্বনী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধানচাল সংগ্রহ প্রচেষ্টার ফলাফল এখন পর্য্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তাতে রাজ্যব্যাপী বিশেষ করে সহর ও শিল্পাঞ্চলের লোকদের মনে দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যদিও পাঁচলক্ষ টন ধার্য্য করা হয়েছিল তবু এই সংগ্রহ অভিযানের সুরুতে ওঁরা আশা করেছিলেন যে ফসল এবার যে রকম হয়েছে তাতে ধান, চাল ও গম মিলিয়ে সাতলক্ষ টন খাদ্য-শস্য অনায়াসেই সংগৃহীত হতে পারবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই কয়েক দিন আগেও বলেছেন যে, তাঁর হিসেবে এই রাজ্যে এবারকার উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হবে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ টন। অতএব তার এক দশমাংশ অর্থাৎ, পাঁচলক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যে যাবে না সে কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা নয়,—এটা হচ্ছে হিসেবের কথা, কর্ম্মদক্ষতার কথা, কাজের ফলাফলের কথা। ফলাফল দেখে সিদ্ধার্থবাবুর নিজের মনেও যে আর বিশেষ জোর নেই সে কথা খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সময় আছে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করবার পক্ষে। এটা শুধুই নিজের মনকে ফাঁকি দেবার কথা অথবা প্রকৃত অবস্থা বুঝেও অন্যকে ভুল বোঝাবার কথা। কারণ সংগ্রহ অভিযানের আসল মরশুম শেষ হতে আর বড়জোর দু'মাস সময় আছে হাতে; এর মধ্যে, যে পঞ্চাশ লক্ষ টন খাদ্য শস্য মাঠে ফলেছে এবং কৃষকের গোলায় উঠেছে অথবা আগামী দু'মাসের মধ্যে পুরোপুরি উঠে যাবে তার দশমাংশই যদি ওঁরা সংগ্রহ করতে না পারেন তবে এর পরের ফসল বোরো ও আউস থেকে ঘাটতি-পূরণ করা সম্ভব নয় যে, সেকথা সিদ্ধার্থবাবু নিজে না জানলেও অভিজ্ঞ লোকদের কাছে শুনে থাকবেন নিশ্চয়। মরশুমের প্রথম ঝোঁকে এ পর্য্যন্ত ওঁরা পুরোপুরি একলক্ষ টনও সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। যদি করেও থাকেন এবং আরও কিছু যদি মিল মালিকদের কাছে জমা থেকে থাকে যার হিসেব খুবই অস্পষ্ট, তা হলেও ঘাটতি যা দাঁড়াচ্ছে সেটা বাকি দু'মাস সময়ের মধ্যে আদায় হতে পারবে না জেনেই মনে হয় সিদ্ধার্থবাবু অক্টোবর মাসের শেষ দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে যুদ্ধ করে, দুঃসাহসী সৈন্যেরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে শহীদ হবার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে জানি কিন্তু যুদ্ধে জিতেছে এরকম নজীর আছে খুব কমই।

গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ এমনি একটা দুঃসহ সঙ্কটের প্রায় মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। যদি ধরেও নেই যে, পল্লী অঞ্চলে জমীজমা আছে যাদের এমন সব বড় ও মাঝারী কৃষক এবং জোৎদার দের ঘরে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার মত খাদ্যশস্য থাকবে তাহলেও সহর বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের অধিবাসী এবং গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী মিলিয়ে রাজ্যের অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ লোক যে একটা জীবন মরণ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে চলেছে সে কথা প্রতিদিন স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আজ

এই মরশুমের সমস্ত সহর অঞ্চলের লোকেরা যে দাম দিয়ে কালোবাজার থেকে চাল গম কিনে খেতে হচ্ছে তাতে বর্ষাকালের সম্ভাবিত দুর্গতির কথা ভাবতেও লোক শিউরে উঠছে। এরও পরের প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের সমর্থ কৃষক গৃহস্থ যারা কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন কাটিয়ে, নিজেদের খোরাকীর মত খাদ্যশস্য ঘরে রাখছে আসন্ন দুর্দিনে জীবন ধারণের সেই সম্বলটুকু কি তারা নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ভোগ করতে পারবে? সেই দুর্দিনের ঝড়ে প্রায় অরক্ষিত পল্লী অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা কি তেমন ভাবে বজায় রাখা সম্ভব হবে? খোরাকীর চাল আর বীজের ধান কি তারা রক্ষা করতে পারবে?

লোকের মনে আজ এই ধরণের নানা প্রশ্ন ও দুঃস্বপ্নের শঙ্কা জেগেছে। শুধু জেগেছে বললে পুরোপুরি অবস্থাটা বলা হবে না; বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই আসন্ন দুর্যোগের মুখোমুখী হবার দিন গণনা করতে সুরু করেছে। দেশে অরাজকতা হোত যদি, লোকে প্রকৃতিকে দোষ দিয়ে বা ঈশ্বরের অবিচারকে দায়ী করে কায়ক্লেশে বাঁচবার চেষ্টা করতো অথবা মরতো। পঙ্গ-পালে ফসল নষ্ট করে যেতো যদি মানুষ মনে করতে পারতো যে, শত্রুর হাত থেকে তারা নিজের সম্পদ রক্ষা করতে পারেনি, সে দোষ কাকে দেবে। কিন্তু এ যা হয়েছে বা হচ্ছে তাতে দুঃখ ও নির্যাতন সহ্য করবার মত কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুঃখ তাতে আরও বেশী অসহনীয় হয়ে উঠবে। ফসল হয়েছে অপর্যাপ্ত অথচ তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে গিয়ে জমছে যাদের হাতে উদ্বৃত্ত ফসল আছে, তারা মনে হয় যেন জোটবদ্ধ হয়ে সরকারের সঙ্গে অসহযোগীতা করছে অথবা সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সাধারণ বুদ্ধিতেও জ্ঞানে কালোবাজারী মহাজন ও মজুতদার শ্রেণীকে মানুষ সমাজের শত্রু মনে করে অথবা তাই মনে করা উচিত। সরকারকে বন্ধু মনে করা উচিত। কিন্তু মানুষ উল্টো পথ ধরেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, আরও অনেক গুলি রাজ্যে একই সময় ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটে চলেছে যার জন্য মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সমস্ত ব্যাপারটার পেছনে এমন একটা যুক্তি মানুষের মনে আছে যা তাকে সামাজিক শুভ বুদ্ধির পরিবর্তে অসামাজিক অশুভবুদ্ধির হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। বিরোধী রাজনৈতিক অপপ্রচারে প্রভাবান্বিত হয়ে মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে দেশে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী ডেকে আনেনা। কালোবাজারী দালালের কাছ থেকে সামান্য বেশী লাভ পাবার লোভেও সাধারণ চাষী গৃহস্থ সরকারী রোষ ডেকে আনতে চায়না। তবে কিসের মোহে বা কোন যুক্তিতে মানুষ সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে অসহযোগীতা করে গোটা সমাজ-জীবনে একটা দুর্যোগ সৃষ্টি করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছে?

এই প্রশ্নের সহজ ও সরল জবাব হচ্ছে এই যে, সাধারণ মানুষ সরকারী সদিচ্ছার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। শুধু সরকার কেন, পল্লী অঞ্চলের চাষী ও সাধারণ গৃহস্থ বা গোটা সহরবাসীদের বিরুদ্ধেও একটা সহানুভূতিহীন মনোভাব গ্রহণ করেছে।

তাদের অভিযোগ এই যে শিল্পজাত সকল পণ্যের মূল্য যখন বেপরোয়া হারে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তখন সরকার তাকে বিধিবদ্ধ করবার কোন চেষ্টা না করে এমনকি, শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে সাফাই গেয়েও শুধু কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সহরবাসী ক্রেতাদের সুবিধার দিকে নজর

রেখে 'বাধ্যতামূলক করবার চেষ্টা করছে। চাষীরা বলছে তারা সময় মত বীজ পায়না, বা পায় তাও অকেজো, তারা সময় মত সার পায়না, যদি কেউ কিছু পায় তবে সেজন্য ঘুষ দিয়ে পেতে হয় অথবা উচ্চমূল্যে কালোবাজার থেকে কিনতে হয়, জমাতে জল পায়না—পাম্প বন্ধ থাকে জ্বালানী তেলের অভাবে অথবা মেসিন যে মেরামত থাকবার অজুহাতে অন্তত টাকা থেকে টাকা কিছু খসালে মেসিন চলে। এর প্রত্যেকটি প্রয়োজন মিটিয়ে ক্ষেতে ফসল ফলাতে হলে কাজ কামাই করে অফিসার বাবুদের এবং সারের এজেন্ট বাবুদের দরজায় দরজায় ধর্ণা দিয়ে তয়রাণী হতে হয়, অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় এবং সরকারী সংস্থার প্রতিটি মন্ত্রিদে মসজিদে সিন্নী কবুল করে পায় উদ্ধার করতে হয়। আশ্চর্য্য এই যে, এত মেহনত আর এত খরচার পর ফসল যখন ফলবে তখন এসব সবাই ভুলে যাবে—সরকারী মূল্য ধার্য্য হবে কাজীর বিচারের মত উপর তলায় বসে যে বিচারের রায় শ্রমিক মানে না, দোকানদার বা ব্যবসায়ী মানে না শিল্পপতিরা মানেনা সরকারের কেরানী কর্ম্মচারী এবং অফিসাররা মানেনা। মানতে হবে শুধু চাষীদের। সবাই চায়যে, চাষীরও প্রয়োজন আছে পরবার কাপড়ের, প্রয়োজন আছে তেল, তামাক চিনি এবং অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যাদির। তাদেরও ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যয় আছে, ডাক্তার বদ্যি বা ওষুধপত্র তারাও বিনামূল্যে পায়না। ব্যাঙ্ক থেকে বা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিলে সে দেনার জন্য সুদ কৃষকদেরও দিতে হয়।

বিবাদটা শুধুই সরকার বনাম চাষা নয়। পল্লী অঞ্চলের অকৃষীজীবি সাধারণ মানুষ যোল আনাই এই ব্যাপারে কৃষকদের পক্ষে—এমনকি পল্লী কেন্দ্রগুলি থেকে নির্ব্বাচিত মন্ত্রী এবং এম্. এল্. এ রাও পল্লীর সাধারণ জনতা বলছে, স্বাধীনতার পরে গত ছাব্বিশ বৎসরে সহর ও শিল্পাঞ্চল বাসীদের তুলনায় পল্লীবাসীদের জীবন মানের কতটুকু উন্নতি হয়েছে সেটা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কোন দিনই কষিয়ে দেখেছেন না। যুগ যুগ ধরে শুনে আসছি যে পল্লী গুলিই নাকি ভারতের প্রাণ কিন্তু সেই প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবার উদ্যোগ আয়োজনে কি তেমন জোর-জোর কিছু দেখা যাচ্ছে? সহর অঞ্চলে রেশন প্রথা চালু আছে স্বাধীনতার আগে থেকে কিন্তু পল্লীবাসীরা তার সুযোগ পাচ্ছি আজও—"বিধিবদ্ধ" রেশন নামে সান্ত্বনা যা দেওয়া হচ্ছে কিছুকাল থেকে, তার চেয়ে অবৈধ অনিয়ন্ত্রিত এবং 'অবিধিবদ্ধ' প্রথা খাদ্যের ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। কোন আকস্মিক দৈব দুর্য্যোগে পল্লী অঞ্চলে যদি খাদ্যাভাব ঘটে তবে খয়রাতি অনুদান নামে ধুলোবালি মেশানো যে সব ক্ষুদ কুড়ো চাল বলে পাঠানো হয় সেগুলি যে সরকার কোন দেশ থেকে আমদানী করেন কে জানে। গরু শুয়োরেও সেগুলো খেতে চায়না। কৃষকরাই শুধু নয়, পল্লীর অকৃষীজীবি সাধারণ লোকেরাও বলছে যে, কালোবাজারী বলুন বা চোরা কারবারী বলুন তারা যে মূল্য দিয়ে ধান, চাল, গম কিনতে পারে সে মূল্য সরকার কেন দিতে পারেন না। ওরা চড়া দামে বা কেনে, সে সব খাদ্য শস্য তো সহর বাসীরাই কেনে। তারা চোরা কারবারীদের কাছ থেকে যে দামে চাল কিনতে পারেন সেই মূল্য বা তার কাছাকাছি মূল্য চাষীরা যাতে সরকারের কাছ থেকে পায় সে দাবীতো আমাদের সহরবাসী নেতারাও তুলছেন না।

এই সকল অভিযোগই যে যুক্তিগ্রাহ্য সে কথা আমরা বলছি না। সরকার কালোবাজার, চোরা

(শেষাংশ ১৩ পাতায় দেখুন)

বিপ্লবী ভারত শহীদনামা

(পঞ্চম খণ্ড)

ব্রহ্মরুদ্র তালের অভিষেক—৬৩

নতুন আদর্শের কথা

—ঙটাক,

১৯০১ সাল। অক্টোবর মাসে স্বামীজী এবার বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করলেন। এই নতুন উৎসবের উৎসাহ স্তিমিত হতে হতে লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজাও হয়ে গেল। নবশতাব্দীর প্রারম্ভে স্বামীজী দেশবাসীকে একটা নতুন সুর, নতুন বাদ্য ও নতুন আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানালেন। বললেন!—"..... গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল করতালই বাজছে। ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী-ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব শুরু গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়ে মানুষী বাজনা শুনে শুনে কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? ডমরু-শিঙ্গা বাজাতে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্র তালের দুন্দুভি নাদ তুলতে হবে। 'মহাবীর মহাবীর ধ্বনীতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে দিগ্বিদিক কম্পিত করতে হবে, যে সব music এ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। সকল বিষয়ে বায়বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ—দেশের কল্যাণ।" এই সময় থেকে স্বামীজী অক্লান্ত ভাবে এই আদর্শের কথাই বলে যেতে লাগলেন। জগৎসত্যের প্রশ্ন কোন যুবকের মুখে শুনলে প্রায় মারতে উঠতেন। বলতেন, ওসব ফাঁকিবাজীর কথা ছেড়ে দে, জপের মালা কুলুঙ্গিতে তুলে রাখ, মাকটিপে বসে বসে অন্ধকারে ব্রহ্ম-দর্শন না করে মহাবীরের ধ্যান কর—মহাবীর মহাবীর আওয়াজ তোল। বলতেন, ঈশ্বরকে তোরা কি ভাবিস? তোদের মত কতগুলো ঘরকুনো ডিস্‌পেপটিক রোগী নিয়ে তিনি কি করবেন? জগৎটাকে ফাঁকি দিয়ে, যে জীবন তিনি দিয়েছেন তাকে কোন কাজে না লাগিয়ে একটা সাধু সন্ত ধরে বিনা টিকিটে গিয়ে একবার সেখানে পৌঁছে দেখনা যদি পারিস! ভাবছিস, নর্দ্দমা ডাষ্টবিন সেখানে নেই। গিয়ে দেখ, এখানে যেমন নর্দ্দমায় আছিস, সেখানেও ঐরকমই থাকবি। ফাঁকির বোঝা কেউ বয়নারে কেউ বয়না। ভাবছিস, ঈশ্বর তোর চেয়ে কম সেয়ানা! যা-যা আমার সামনে থেকে চলে যা।' মোটামুটি এই মেজাজে আর এই রব তুলে স্বামীজী তাঁর বিংশ শতাব্দীর ডমরু-শিঙ্গার আওয়াজ তুললেন। যদি কেউ সাহস করে তবু জিজ্ঞাসা করতো 'কি কাজ করতে আদেশ করেন আপনি। 'জবাবে বলতেন কৌপীন পরা শিখেছিস? গায়ে বীর্য্যবত্তার সঞ্চয় কিছু রেখেছিস? গেরুয়া পরে এখানে বসতে পারবি? ঐ যে মানুষ গুলো বাড়ী বাড়ী ঘুরে বাসি ভাত বুড়িয়ে খেয়ে আর ড্রেনের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে কীট পতঙ্গের মত মরছে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে সেবা করতে পারবি? পারবি না। আর কি পারবি? মহাবীর বলে

হেঁকে গঙ্গার এপার থেকে ওপারে দক্ষিণেশ্বরে আওয়াজ পৌঁছতে পারবি? পুরুষের মত, বীর্যবান ছেলে মানুষের মত যা হয় কিছু একটা করবা! দেখবি ঈশ্বর নিজে তোর কাছে এসে গেছেন আর তুই তখন মেজাজের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করবি 'তুমি কেডে বাপু'? জগদীশ বোসের নাম শুনেছিস? সে স্বর্গে যাবে না ঐ চিমটে হাতে জটাধারী সাধু যে, শ্মশান ঘাটে বসে রাত দিন গাঁজা ফুকছে আর কালী কালী তারা তারা বলে লোক জমাচ্ছে সে স্বর্গে যাবে? জগদীশ বোসের কথা ছেড়েই দে—সব মাথায় তেমন মগজ থাকে না। শ্যামাকান্ত কি কাণ্ডটা করলো দেখলি? মল্লবীর শ্যামাকান্তর নাম শুনেছিস তো? শুনেছিস তো যে সেও তোর মত ছোকরা বাঙালী—এই কলকাতার রাস্তাতেই দেখা পাওয়া যায়। আজ তার নাম গিয়ে পৌঁছেছে দেশ দেশান্তরে। তাকে ফেলে রেখে ভগবান তোকে ডেকে নেবেন কেন বল দেখি। 'চলতে থাকলো এখন থেকে এই সুর আর এই দিগ্‌দর্শনের সরাসরি ইঙ্গিত।

সেবার (১৯০১ সালে) ডিসেম্বরের শেষাশেষি ছিল কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। অধিবেশন শেষ হতেই, বালগঙ্গাধর তিলক বেলুড় মঠে এলেন স্বামীজীর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে। সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। এরা যখন পৌঁছলেন স্বামীজী তখন নিত্য পূজা শেষ করে মন্দির থেকে নেমে আসছিলেন সবাইকে আশীর্বাদ করলেন সেখান থেকেই। মন্দিরের সামনে বসলেন সবাইকে নিয়ে। কংগ্রেসে কি হোল না হোল সব জেনে নিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আলোচনা শেষ করলেন একটি হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে। অন্য সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে চলে গেলেন সেই দিনই—রয়ে গেলেন শুধু তিলক মহারাজ এই দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বহুদিনের,—কাছে পেলে কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে চান না সহজে। বৃত্তঃ বৃত্ত পেশা এবং দৈনন্দিন জীবনের ধ্যান ধারণায় কতই না প্রভেদ ছিল বলে মনে হয় এই দু'টি লোকের মধ্যে। অথচ অন্তরে অন্তরে ছিল কতই না আত্মার সম্পর্ক। নিভৃত আলাপ আলোচনা কিংবা তাদের মধ্যে হোত তার লিখিত কোন বিবরণ কেউই রেখে যাননি তেমনভাবে। অথচ গভীর বিষয় ভিন্ন এই দু'জনের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি আলোচনাই বা হওয়া সম্ভব ছিল! ১৮৯৭ সালে র‍্যাণ্ড ও আয়েষ্ট এর হত্যা সম্পর্কে তিলক মহারাজের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে যে রাজদ্রোহ প্রচারের মামলা হয় তাতে তিলক মহারাজের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারে এবং প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেও দ্বারস্থ আদালতের সে রায়ের কোন রদ-বদল করা যায়নি। অথচ বলা নেই কওয়া নেই এক বৎসর যেতে না যেতে ওরা নিজেরাই যখন তিলক মহারাজকে জেল থেকে খালাস করে দিলেন তখন সবাই বিস্মিত হয়েছিল। পরে জানা গেছে যে, মন্ত্রী ম্যাক্স মুলার সাহেবের ব্যক্তিগত অনুরোধ রক্ষা করে রাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তিলক মহারাজের মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন। প্রশ্ন থাকে যে মাক্স মুলার একাজ করতে গেলেন কেন! তাঁর সঙ্গে তো তিলক মহারাজের কোন সম্পর্ক ছিলনা। অতএব তখনকার দিনের এ ধারণা অমূলক ছিল বলে মনে হয় না যে, স্বামীজীর ব্যক্তিগত অনুরোধেই ম্যাক্সমুলার সাহেব এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে ম্যাক্সমুলার সাহেবের ব্যক্তিগত হৃদ্যতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল উভয়ের প্রথম মিলনের দিন থেকেই।

যাক্ সে কথা। তিলক মহারাজ দু'তিন দিন বেলুড়ে স্বামীজীর আতিথ্যের আনন্দলাভ করে বিদায় নিলেন। দু'জনের মধ্যে এই কয়দিন ধরে আলাপ আলোচনা কি হয়েছিল তা কেউ জানে না, তবে দেখা যাবে যে কংগ্রেসের সঙ্গে এর পর থেকেই তিলক মহারাজের সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল এবং অতি দ্রুত সেই সম্পর্কই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটা সক্রিয় বিরোধী নেতৃত্বের মুখপত্রস্বরূপ করেছিল যার সঙ্গে দেখতে না দেখতে এগিয়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ বিপিন পাল প্রমুখ বাংলার চরমপন্থী তরুণ নেতা গণ।

এরই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ঘটনা এই সময় ঘটেছিল যার তাৎপর্য্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে চার পাঁচ বৎসর সময় লেগেছিল। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্বে দু'জন বিশিষ্ট জাপানী ভদ্রলোক এসে বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এদের মধ্যে একজনের নাম বেভারেণ্ড ওডা এবং অপরজন ছিলেন মিঃ ওকাকুরা নামে একজন চিত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ ও সমজদার। দু'জনে বাহ্যিক ভাবে দুটি বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন বলে স্বামীজীর সঙ্গে তাদের প্রাথমিক পরিচয় হোল। বেভারেণ্ড ওডা অভিযোগ উপস্থিত করলেন এই বলে যে, স্বামীজী নিজে প্রাচ্য দেশীয় একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা হয়েও তাঁর সমস্ত মনযোগ কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ঘনিষ্টতা স্থাপনের জন্য। মনে হয় যেন, সবজান্তা প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে স্বামীজী একান্ত ভাবে উদাসীন। স্বামীজী সবিনয়ে স্বীকার করলেন যে তাঁর সম্পর্কে এমন ভুল ধারণা যদি কারু মনে জন্মে থাকে তবে তিনি তাদের দোষী করতে পারেন না—দোষী তিনি নিজেই। প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি অতি সত্বর নিজের এই ত্রুটি স্খালনের জন্য উদ্যোগী হবেন। বেভারেণ্ড ওডা প্রস্তাব করলেন যে আগামী বৎসর টোকিওতে একটি ধর্ম্মমহা-সম্মেলনের আয়োজন চলছে এবং সে উপলক্ষে স্বামীজীকে তাঁরা তাঁদের মধ্যে পেতে চান। স্বামীজী আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বললেন যে, যদি তিনি সে পর্য্যন্ত বেঁচে থাকেন তবে অবশ্যই সেই প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদান করবেন। বেভাঃ ওডা যাবেন বুদ্ধগয়া দর্শনে। স্বামীজীকে তিনি আহ্বান করলেন পারদর্শী প্রদর্শক হিসেবে তাঁর সঙ্গী হবার জন্য, স্বামীজী রাজি হলেন।

ওকাকুরা যদিও প্রকাশ্য ভাবে পরিচিত ছিলেন একজন চিত্রশিল্প বিশারদ হিসাবে, তবু তার রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তিনি অন্তরে অন্তরে ছিলেন একজন প্রাচ্যদেশীয় বিপ্লবী। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব। প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্য দেশীয়দের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সম্প্রসারণের ফলে প্রাচ্যের নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য ইত্যাদিও যে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের স্বকীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট হারাতে বসেছে তারই বিরুদ্ধে একটি সবল ও স্বার্থক কর্ম্মোদ্যোগে ওকাকুরা স্বামীজীর ব্যক্তিগত সহযোগীতা আহ্বান করলেন। এটা ছিল স্বামীজীর নিজেরই মনের কথা। ভেবেছেন এই সমস্যার কথা, প্রবল একটা কর্ম্মোদ্যোগের যে প্রয়োজন ছিল তাও তিনি অনুভব করতেন। কিন্তু এমন বিস্তীর্ণ আকারের প্রাচ্য সহযোগীতার কথা ইতিপূর্বে হয়তো তাঁর মনে হয়নি কখনও। অতএব, বলা যায় যে এখানে বা সেই মুহূর্তে ঘৃতে অগ্নিসংযোগ হয়েছিল। স্বামীজীর মধ্যে একটা মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করে ওকাকুরা প্রস্তাব করলেন যে

তিনি বৌদ্ধ এবং হিন্দু মন্দির সমূহের শিল্প রুচি ও শিল্প কর্ম সন্দর্শনের জন্য বারানসী ও বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করতে চান এবং, সে উপলক্ষে স্বামীজীর ব্যক্তিগত সাহচর্য্য পেতে ইচ্ছা করেন। স্বামীজী এ প্রস্তাবেও সম্মত হলেন। স্থির হোল যে, বারানসী পরিদর্শন করে স্বামীজী এবং ওকাকুরা আসবেন বুদ্ধ গয়ায়। সেখানেই তিনজনে আবার মিলিত হবেন।

১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে ওকাকুরা স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধগয়া ও বারাণসী পরিদর্শনে গেলেন। বারানসী থেকে ওঁরা সব বিদায় নিলেন। স্বামীজী বেলুড় মঠে ফিরে এলেন কয়েকদিন পরে—রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের পূর্ব্বেই। ইতিমধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই, রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে একই জাহাজে লণ্ডন থেকে যাত্রা করে মাদ্রাজে এসে পৌঁছলেন ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই। মাদ্রাজে কয়েকদিন সুব্রহ্মণ্য আয়ারের আতিথ্য গ্রহণ করে, অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে বেলুড় মঠে এসে স্বামীজীকে প্রণাম জানিয়ে পরে বোস পাড়া লেনে তাঁর নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন দীর্ঘদিন পরে। লণ্ডনে থাকতেই খবর পাচ্ছিলেন যে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল উদ্বেগ জনক ভাবে। বিলেতে তাঁর আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখেই ফিরে এলেন। বস্তুতঃ, এর পরে স্বামীজী জীবিত ছিলেন মাত্র চার মাসের মত।

এই ফেব্রুয়ারী মাসেই, বেলুড় মঠে স্বামীজীর মাধ্যমে, ওকাকুরা ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এই পরিচয়টি নানা দিক থেকেই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে রয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের, সে আমলে স্বল্প পরিচিত, তরুণ চিত্র শিল্পী অবনীন্দ্র নাথের সঙ্গে ওকাকুরার কিছুটা পরিচয় ইতিমধ্যে অবশ্যই হয়ে থাকবে, কিন্তু অবনীন্দ্র নাথ তখন পর্য্যন্ত প্রাচ্য চিত্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বচিত্র শিল্পে তার সম্ভাবিত বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠেন নি। বাংলা ও বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শ গঠনে ঠাকুর পরিবারের অবদান এবং জ্যোতিরীন্দ্র নাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্র নাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের প্রতিভাধর তরুণদের সম্পর্কে ভগ্নী নিবেদিতাই ওকাকুরাকে বিশেষ ভাবে অবহিত ও সচেতন করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ভগ্নী নিবেদিতা এবং ওকাকুরার মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের পরিচয় সূত্রে যে পারস্পরিক সশ্রদ্ধ প্রভাবের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচ্য সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৩ সালের মধ্যে দুই খানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যা সে যুগের মানুষের চিন্তাশীল বিদগ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। একখানি গ্রন্থ হচ্ছে ওকাকুরা লিখিত "Ideals of the East" নিবেদিতা এই বই খানির ভূমিকা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় বইখানির নাম "The web of Indian thoughts"। লিখেছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা এবং ১৯০২ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বিপিন চন্দ্র পাল সম্পাদিত সেকালের প্রভাবশালী 'New India' কাগজে।

ওকাকুরা সেবার এদেশে ছিলেন বেশ কয়েক মাস। এর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীর উদীয়মান ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ বহু নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে। দেখা হয়েছে ডাঃ ব্রজেন শীলের সঙ্গে, জগদীশ বসুর সঙ্গে। তাছাড়া সরলা দেবী, বিপিন চন্দ্র পাল এবং তৎকালিন একাধিক

(শেষাংশ ১২ পাতায় দেখুন)

শহীদের বিবৃতি

—ক্ষীরোদ কুমার দত্ত

"আমি স্বীকার করছি যে এই সেদিন আমি জনৈক ইংরেজের রক্তপাতের চেষ্টা করেছিলাম এবং তা করেছিলাম আমার ভারতীয় ভ্রাতাদের প্রতি অমানুষিক নির্য্যাতনের প্রতিবাদ হিসেবে, ভারতীয় যুবকদের ফাঁসী দেওয়ার এবং নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করার সামান্যতম প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার জন্য।

আমি বিশ্বাস করি—যে জাতিকে বিদেশী বেয়নেটের সাহায্যে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তার সঙ্গে সেই বিদেশীশক্তির চিরন্তন সংগ্রামই চলছে। যে জাতিকে বল পূর্ব্বক নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে তার পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধ অসম্ভব। এই জন্যই আমি আমার শত্রুর অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করেছিলাম। আমার পক্ষে প্রকাশ্যভাবে বন্দুক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল এইজন্যই আমি পিস্তল নিয়ে পিস্তলের সাহায্যে গুলী করেছিলাম। আমি একজন হিন্দু—প্রত্যেক হিন্দু মনে করে যে তার দেশের প্রতি অন্যায় অবিচার ভগবানেরই অপমান।

যতদিন বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা চলতে থাকবে এবং হিন্দু জাতি ও ইংরেজ জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম বন্ধ হবে না।" বিবৃতিটি শহীদ মদনলাল ধিংড়ার। ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই সন্ধ্যায় লণ্ডন সহরের সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলে ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভামধ্যে মদনলাল পিস্তলের গুলীতে ভারত সচিব লর্ড মর্লির এ ডি সি কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলীকে হত্যা করেন।

মদনলালের নিবাস ছিল পাঞ্জাবের অমৃতসর সহরে। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করে তিনি লণ্ডনে যান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। এখানেই তিনি ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা, বীর সাভারকার, মাডামকামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং ভারত সরকারের নৃসংস দমন নীতির প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন। এরই ফলে দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে নির্ভীক তেজস্বী বীর অমরত্ব বরণ করেন।

সংকল্প গ্রহণের পর মদনলাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ত্যাগ করলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের সহকর্মী বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে শিখতে লাগলেন গুলী ছোড়া এবং ভলোয়ার খেলা প্রভৃতি। অভিজাত ইংরেজদের সঙ্গে মিলবার সুযোগ লাভের জন্য ভর্ত্তি হলেন জমিক্লাবে। ১লা জুলাই এর সভায় জমি ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মদনলাল ও আমন্ত্রিত। তিনি দুটি পিস্তলে গুলী ভরে নিলেন। জমি ক্লাবের সভ্যহিসেবে অভিজাতদের মধ্যে গিয়েই বসলেন। সভায় কার্জন ওয়াইলী সস্ত্রীক উপস্থিত। মদনলাল উন্মত্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। তিনটি গুলীতে তাকে ভূতলশায়ী করলেন।

মদনলালকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁর দেহ পরীক্ষা করে পাওয়া গেল ২টি পিস্তল এক থাম ছোরা এবং তাঁর বিবৃতি। তাঁকে ব্রিক্‌স্টন জেলে আবদ্ধ রাখা হল। ৫ জুলাই ক্যাক্সটন হলে একা সভার আয়োজন হত্যাকাণ্ডের নিন্দার জন্য। সভাপতি স্যার আগা খাঁ। হত্যাকাণ্ডের নিন্দা প্রকাশ করা বিভিন্ন তারবার্ত্তা সভায় পড়া হল। এর মধ্যে একটি তার ছিল মদনলালের পিতার। নিন্দা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি সভায় পঠিত হল। সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—প্রস্তাবটি সর্ব্ববাদী সম্মত? সভার এক প্রান্ত থেকে এক বিক্ষুব্ধস্বর ধ্বনিত হল—না, সর্ববাদী সম্মত নয়। সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম? উত্তর হল শ্রীসাভারকার। সভায় একশ্রেণীর ইংরেজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল পাশার বাসে জনৈক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছুটে গিয়ে সাভারকারের মুখে এক ঘুষি মারল। কিন্তু সাভারকার নির্বিকার। তিনি শুধু বলে চলেছেন—এর পরেও আমি বলছি—আমি এই প্রস্তাবের বিরোধী। হৈ চৈ হয়ে সভা পণ্ড হল। প্রস্তাব গৃহীত হ'লনা। পরদিন লণ্ডন টাইমসে সাভারকারের বিবৃতি প্রকাশিত হল—তিনি যুক্তি দেখালেন মামলা বিচারাধীন থাকাকালে আসামীর নিন্দা প্রকাশ অবৈধ। টাইমস পত্রিকাও সাভারকারের যুক্তি সমর্থন করলেন।

১৩ই জুলাই মদনলালের প্রাথমিক বিচার হল ওয়েষ্ট মিনষ্টার কোর্টে। পুলিশের নিকট তিনি বিবৃতিটি চাইলেন। কিন্তু পুলিশ বলল, তারা কোন কোন বিবৃতি পান নাই। তখন বীর শহীদ আদালতে দাঁড়িয়েই দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন,—জার্মানদের যেমন ইংলণ্ড শাসন করবার অধিকার নাই, তেমনি ইংরেজদেরও ভারতভূমি দখলকরবার অধিকার নাই। এই অন্যায় আচরণের জন্য ইংরেজকে হত্যা করার অধিকার প্রত্যেক ভারত বাসীরই আছে কারণ, ইংরেজ আমার পবিত্র মাতৃভূমিকে কলুষিত করছে। আমি ইংরেজের ভণ্ডামি এবং অভিনয় দেখে বিস্মিত।"

মদনলালকে সেসনে সোপর্দ করা হল। সেসন আদালতের বিচারে মদনলাল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৮ই আগষ্ট তাঁর ফাঁসীর দিন ধার্য্য হল। ১৬ই আগষ্ট সকালে 'ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় মদনলালের বিবৃতিটি প্রকাশিত হল। পত্রিকার একটি কপি' কারাকক্ষে মদনলালের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হল গোপনে। ১৮ আগষ্ট ফাঁসীর আগেই পত্রিকাখানি পেয়েছিলেন।

মদনলাল শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তার মৃতদেহ যেন হিন্দুমতে দাহ করা হয় এবং তাঁর জিনিসপত্র যেন ভারতের জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। কিন্তু প্রতিহিংসা পরায়ণ ইংরেজ শহীদের মৃতদেহ দাহ না করে মৃত আত্মাকে ব্যাথা দিবার জন্যই যেন তাঁকে কবরস্থ করে। মৃতের জিনিসপত্র কি করা হয়েছে তা জানা যায় না।

সংবাদ সমীক্ষা

—অগ্নিশর্মা

রাজনৈতিক মজুতদারী—

মার্কস্‌পন্থী কম্যুনিষ্টরা বলেছেন যে তারা নিজেরা আর কোন আন্দোলন করবেন না। জনগণ যদি আন্দোলন করে তবে তারা নেতৃত্ব দেবেন। এতে মনে হয় যে ওরা একটা নেতৃত্বের চালাও মজুতদারী কারবার খুলেছেন যেখানে সর্বপ্রকার সঙ্কটের এবং সমস্যার নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের ফরমুলা মজুত আছে। যার যেমন চাহিদা ওরা ওদের আড়ৎ থেকে সেই অনুসারে যোগান দিতে পারবেন। কোন শ্রেণী ভিত্তিক ভাবে নেতৃত্বের যোগান দেওয়া হবে কিনা এবং এই ধরণের লাভী কারবারের জন্য কিছু শুল্ক বা মুনাফা আদায়ের নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে কিনা সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং নেতৃত্বের অভাব গ্রস্ত সর্বশ্রেণীর জনগণের মনেই এ সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন জেগেছে। যেমন এই সাহায্য কারা পাবে এবং কারা পাবে না, সুদ দিতে হলে তার হার এবং সর্ত্ত কি হবে ইত্যাদি। আরও একটা প্রশ্ন উঠেছে এই যে দেনাটা পরিশোধ করতে হবে টাকায়, রুবলে কিম্বা চীনা অথবা মার্কিণ ডলারে। সুদে এবং আসলে মিলে যে দেনার অঙ্ক দাঁড়াবে সেটা কোন ভারতীয় ব্যাঙ্কে জমা দিলে চলবে অথবা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কোন বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে সে কথাটাও আগে থেকে জানা দরকার।

এ সকল প্রশ্ন ছাড়াও, নয়া দিল্লীর জোটের কোন কোন রাজনীতী দল থেকে এরকম কথাও নাকি উঠেছে যে, মজুতদারী মানেই হোর্ডিং; অতএব সি. পি. এম-এর এই মজুতদারী কারবারের গুদামগুলি সরকারী হি-হোর্ডিং কার্য্যক্রমের আওতায় আসবে কিনা। আজকের জাতীয় সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে 'নেতৃত্ব' বস্তুটিকে নিশ্চয়ই একটা অতিপ্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করা উচিত। ওরা নাকি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চ্যবন এবং পশ্চিম-বঙ্গের যুবামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কাছে একটি স্মারক পত্র পাঠিয়েছেন এ সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণার দাবী জানিয়ে। সংবাদে প্রকাশ, সিদ্ধার্থবাবু আগামী সপ্তাহে এই উপলক্ষে দিল্লী যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে।

কাজ নেইতো খই ভাজ—

ভারতের কম্যুনিষ্ট দলের পাঞ্চমবঙ্গ শাখা অর্থাৎ, কংগ্রেসের অন্যবঞ্চিত চিত্ত মার্কস্‌পন্থী মিত্র গোষ্ঠী, অল্প কয়েকদিন আগে একটি সংগ্রামী গণ আন্দোলন করেছেন যা হয়তো অনেকেই মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন নি। পণ্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করবার দাবীতে ওরা কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে অবস্থিত 'ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের' আপিসে ঢুকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর বসবার ঘরটির কাগজপত্র, টেবিল, চেয়ার, আলিস ফাইল ইত্যাদি উল্টে পাল্টে তছ নছ করে এসেছেন। এটা কিন্তু বড়বড় কারখানী ও শিল্পপতিদের সংস্থা 'বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স' নয়। এটা মোটামুটি ভাবায় বলতে গেলে দেশীয় মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প ও কারবারের যৌথ যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনার কেন্দ্র মাত্র। এটা কোন বিশেষ শিল্প বা ব্যবসায়ের আপিস নয়, ফ্যাক্টরী নয়, লেন-দেনের স্থান নয়। বস্তুতঃ, কোন চেম্বার অফ্ কমার্স-ই কোন পণ্যের মূল্যমান নির্দ্ধারণ করে না বা কোন বিশেষ শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন নীতি নিয়ন্ত্রণ করে না। চেম্বারের সদস্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনীধিরা এখানে মিলিত হয়ে তাদের যৌথ সমস্যাগুলি আলোচনা করেন এবং সরকারের কাছে তাদের কোন যৌথ দাবী বা অনুরোধ থাকলে সেগুলি এই সব চেম্বারের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। এমন একটি সেবা মূলক জাতীয় প্রতি-ষ্ঠানের উপর চড়াও হয়ে জঙ্গী সরাজক দেখাবার কি কি অর্থ হতে পারে ভেবে দেখা দরকার।

(ঙ) সংগ্রামী 'ইমেজ' রাখতে হবে, সুতরাং কাজ নেই ত ওই ভাল ;

(চ) ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে সময়ে অসময়ে মোটা চাঁদা পাওয়া যায়। সুতরাং সেদিকে গিয়ে কোন কাজ নেই, ওদের পোষা ঘেড়ালকে ধরে পেটাও বা পোষা ময়না পাখীর খাঁচাটা ভেঙ্গে দিয়ে সংগ্রামী ইমেজ বজায় রাখ। অর্থাৎ বাইরে যাবার মুরাদ নেই, ঘরে বউ পিটাও।

এছাড়া যদি বলা হয় যে, বেশীর ভাগ কর্মীরা তাঁর প্রভাব খাটিয়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে চেষ্টা করছে না বলেই তাদের আপিসের উপর এই আক্রমন তবে এর চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যেত নিজেদের আপিসের উপর অথবা সোমনাথ বাবু, বিশ্বনাথবাবু প্রমুখ নেতাদের উপর আক্রমণ করলে। কারণ, তারা এতকাল নেতৃত্ব করেও সেই প্রভাব খাটিয়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারছেন না। সে সংগ্রামটা বেশ জোরালো ধরণের হোত, নতুন ধরণের হোত, আবার ফিটেও যেতে পারতো নিজেদের ঘরেই। সেই কাজের খই ভাজাও হোত।

ডিউ স্লিপের ভাষ্য—

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ, নিজে থেকে বেচে একটা সুযোগ নিয়ে রেশনের চিনির পরিবর্তে 'ডিউস্লিপ' ইস্যু করবার পক্ষে একটা মূল্যবান ভাষ্য প্রদান করেছেন, 'ডিউ স্লিপ, ইস্যু না করলে মাঝে মাঝে চিনির বদলে বরেদা পাওনাটা কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করতে কষ্ট হোত। তাই বরেদা পাওনার দলীল রাখবার জন্য 'ডিউস্লিপ' ছাড়তে হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধি। এর মধ্যে এত রহস্য ছিল তাতো জানতাম না। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের পাওনাটা যাতে মাঝে মাঝে না যায় তারই জন্য ঐ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থা খুবই খারাপ। হাতে হাতে প্রমাণ পত্র ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ওদের মোটেই বিশ্বাস করেন না। রেশন কার্ডগুলি রয়েছে, এত বৎসর ধরে চিনি যোগান দেবার রেকর্ড রয়েছে, তবু ওদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের এমন অবিশ্বাস কেন যার জন্য 'ডিউ স্লিপের' মত দলীল দস্তাবেজ হাতে পাবার হুকুম পাওনা আদায় করতে। কেন্দ্রের কাছে এমনকি কোন মাল আছে ওদের বিরুদ্ধে যে ওরা অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাগরীকদের রেশনের খাতে কেন্দ্রের কাছ থেকে চিনি আদায় করে, বেশন বহির্ভূত প্রয়োজনে তা ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতির খতিয়ান করে চিনির অপব্যবহার করেছেন। এই রাজ্যের খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে কেন্দ্রের এরকম অযথা সন্দেহ কেন হয়েছে তার জবাব আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবী করছি।

(অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সাহিত্যিক কবি ও নাট্যকারের সঙ্গেও। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করতে ক্লান্তি ছিল না তাঁর। বিশেষ হৃদ্যতা জন্মেছিল—নিবেদিতা এবং অবনীন্দ্র নাথের সঙ্গে। লক্ষ্য করবার মত বিষয় ছিল এই যে, দু' এক দিন পর পরই সুযোগ মত একবার করে বেলুড় মঠে গিয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে একান্তে ও নিভৃতে আলোচনা করে আসতেন। আলোচনা চলতো অনেক সময়, ঘন্টা দুই কাল ধরেও। স্বামীজী তখন খুবই পীড়িত,—ভুগছিলেন বহুমূত্র ও হাঁপানী রোগে। নিজের পরমায়ু যে শেষ হয়ে আসছিল সে সম্পর্কে একটা দিব্য অনুভূতি তাঁর জন্মেছিল দু'বছর পূর্বে বিদেশ ভ্রমণের সময় থেকেই। গান গেয়েছিলেন, "আর শিব পার কর মেরে নাইয়া।" বেলুড় মঠের ভক্ত সন্ন্যাসীদের মাঝে মাঝে বলতেন, আর দেরী নেই যে বেশী, তবু এই কটা বছরের মধ্যে তোদের জন্য একশ' বছরের কাজ করে দিয়ে গেলাম। দেখে শুনে নে। শিব আমাকে এই দেশটার চিরস্থায়ী ইজারা দিয়ে পাঠান নি। আমার কাজ ফুরিয়ে এসেছে—এবার তোদের আয়ত্তের পালা ইত্যাদি। তবু আলোচনায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না, চিন্তা ভাবনার বিরাম ছিল না। ভাবটা যেন এই রকম যে, যতটা পেয়েছি তা গায়ে খেটে করেছি, এবার চিন্তা ভাবনা ও আলাপ আলোচনা দিয়ে আখেরের জন্য, আর যেটুকু পারি যোগাম দিয়ে যাই। (ক্রমশঃ)

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কারবার দমন না করে, তাদের সঙ্গে সমানে সমানে কেনা বেচার বাজারে প্রতিযোগীতায় নামবেন তাও আমরা নীতি বিরুদ্ধ বলেই মনে করি। কিন্তু মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সরকারী নীতির সংশোধন হীন পক্ষপাতিত্ব, স্বৈরাচার এবং বহুলাংশে ভ্রষ্টাচারের জন্যই আজ সরকারের সঙ্গে গোটা পল্লী অঞ্চলের এমন একটা অসহযোগীতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে যেটা ক্রমে সহরবাসীর উন্নততর জীবনমানের বিরুদ্ধে পল্লীবাসীদের বিদ্রোহের আকারে দানা পাকিয়ে উঠছে। এটা চলতে থাকলে এবং চলতে দিলে তার পরিনাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে তার সামান্য আভাষ মাত্র পাওয়া যাচ্ছে বর্তমান খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে সরকারের ব্যর্থতা থেকে এবং তার সম্ভাবিত পরিনাম চিন্তা থেকে।

সরকারকে আজ সমগ্র সমস্যাটা এই দিক থেকেও ভাবতে হবে। পল্লীর সকল অভিযোগ যুক্তি গ্রাহ্য না হতে পারে, সকল দাবী আজই মেনে নেওয়া হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু কাট ছাট করেও অভিযোগ এবং দাবীর সার মর্ম্ম যা থাকবে তার সামান্যতম অংশেরও সন্তোষজনক জবাব কি আমাদের সরকার অথবা আমাদের বিরোধী দলের সহরবাসী নেতারা দিতে পারবেন? সমস্যা ও সঙ্কটের এই দিকটার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়েছে কি বিন্দু পরিমানও? সহরের যত ঐশ্বর্য্য, যত বিলাস ব্যসন যত আকাশস্পর্শী অট্টালিকা তাদের জীবন ধারণের রসদ যেখান থেকে আসছে সে দিকে চোখ বুজে থেকে না চলবে এই মিথ্যা সভ্যতাভিমানী বিলাসের জীবন যাত্রা, না চলবে পরীবি হটাবার প্রতিশ্রুতি পালন করা। গান্ধীজী বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হলে সবার আগে মনযোগ দিতে হবে পল্লী জীবনকে উন্নত করবার দিকে। তা না করলে স্বাধীনতা অর্থহীন হবে। পল্লীবাসীরা এবং চাষীরা আজ স্বাধীনতার সেই ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলছে—সেই অগ্নিদাহের সামান্য তাপ মাত্র আজ আমাদের গায়ে এসে ঠেকছে। কিন্তু এখানেই তার শেষ নয়। সমগ্র দেশ যে জ্বলে উঠবে এটা তার পূর্ব্বাভাষ মাত্র। গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করে ব্রেজনেভ বা নিকসনের ধরণাতি বন্ধুতা দিয়ে যে সে আগুন নেভানো যাবে না সে কথা যত তাড়াতাড়ি আমরা বুঝবো ততই যে আমাদের মঙ্গল ইন্দিরাজী থেকে আরম্ভ করে সিদ্ধার্থরায় পর্য্যন্ত সকলেরই আজ এ সত্য মেনে নিতে হবে।

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত

॥ এই পত্রিকা ॥

আপনি পড়ুন, অন্য সবাইকে পড়ান—

—সডাক মূল্য—

বার্ষিক— তেরোটাকা

ষান্মাসিক— সাত টাকা

বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের পরলোক গমনে মেদিনীপুরে স্মরণ সভা

বিগত ২০শে জানুয়ারী রবিবার, ১৯৭৪ মেদনীপুরে অনুশীলন সমিতির সতীর্থগণের একটি সভায় প্রভাস-চন্দ্র লাহিড়ী, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, নগেন গুহরায় প্রমুখ বিপ্লবীদের পরলোক গমনে তাঁহাদের গৌর-বোজ্জ্বল কর্ম জীবনের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভায় শ্রীবিবেকানন্দ বসু সভাপতিত্ব করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—"মেদনীপুর অনুশীলন সতীর্থগণের এই সভা প্রবীন বিপ্লবী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী ও নগেন গুহ রায়ের পরলোক গমনের সংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের বিপ্লবী জীবনের কর্মধারা আলোচনা করিয়া অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে এবং তাঁহাদের আত্মার শান্তি কামনা করিতেছে। এই সভা তাঁহাদের পরিজন বর্গের প্রতি তাঁহাদের শোকে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।"

অনুশীলন ভবনের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রিয় বন্ধু,

আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, ১৯৭৪ 'ভবন' প্রাঙ্গনে অনুশীলন ভবনের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে।

ডাঃ পবিত্র মোহন রায় এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিবেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে অনুশীলন সতীর্থ সহযোগী বিপ্লবীবন্ধু ও অনুরাগীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ও সবান্ধব উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

ইতি—

মলিনী কিশোর গুহ

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

৩২/৮, চণ্ডী ঘোষ রোড,
কলিকাতা—৪০
ফোন : ৪৬-৬২৩১

বিঃ দ্রঃ—সকল সতীর্থের ঠিকানা আমাদের জানা নাই। পরিচিত সতীর্থদের এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

—ঃ অনুষ্ঠান সূচী ঃ—

২১ শে ফেব্রুয়ারী—বৃহস্পতিবার, ১৯৭৪.

প্রাতঃ ৯ হইতে ১০ ঘটিকা—সতীর্থ ও বন্ধুদের মেলামেশা।

১০ ঘটিকা—উদ্বোধন সঙ্গীত ; জাতীয় পতাকা উত্তোলন ; শহীদ বেদীতে মাল্যদান ; পরলোকগত মুক্তি-সংগ্রামী, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ও ভবন প্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ; দেশাত্মবোধক সঙ্গীত।

মধ্যাহ্ন ১২ হইতে ২.৩০ ঘটিকা—আহার

অপরাহ্ন : ৩.৩০ ঘটিকা—সাধারণ সভা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপ্লবী বিভূতিভূষণ গুপ্ত, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী, সুবোধরঞ্জন রায়, রাখাল চন্দ্র ঘোষ, মনীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, জীবনকৃষ্ণ দে ও অমূল্য দাশগুপ্তের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন ; দেশাত্মবোধক সঙ্গীত।

Freedom Fighters whose Pension has been sanctioned

LIST—44 (from 5764—5968)

Dist—24-PARGANAS

Name	Address	(Amount per month in Rs.)
Sri Dinesh Ch. Roy	South garia Home	200
„ Ananta Kr. Bose	577, Nandan nagar-56	200
„ Amulya Charan Chanda	Par Bangla	165
„ Benoy lal Shosh	Kali Charan Ghosh Rd.-50	200
„ Bidhu Bhusan Ghorak	E-24, Ramgarh Cy.-47	200
„ Bishnu Prosad Baidya	Dakhin Hazipur	200
„ Kalidas Bose	Balia Garia	200
„ Adhir Ch. Ash	Kaliannibas	200
„ Sudhangshu Kr. Bhowmik	P. 50/D, Purba palli	200
„ Arul Ch. Naskar	Jagadishpur	200
„ Dibakar Halder	Gobindapur	200
„ Amulya Ratan Kar	Bongan Town	200
„ Bipin Behari Bera	Khansahababad	200
„ Amulya Kr. Ghosh	Mistrighat	140
„ Bimal Prosad Datta	3/79, Jatindas bagar-56	160
„ Dhirendra nath Chakraborty	Garia Laskarpur Govt. Cy.	200
„ Bhabani Charan Misra	Madarhat	117
„ Abala Kanta Gupta	Mallikpur	200
„ Ashu Ranjan Ganguli	Bankim palli	200
„ Adhar Ch. Bhandari	Rajnagar	200
Smt Kamala Roy, w/o L. Birendra nath	Sibargati	200
Sri Bhupendra nath Dey	Kundu Bagan-15	200
Smt Amala Banerjee w/o L. Bimala Kanta	21/1, Asoke nagar	200
Sri Abani Mohan Chakraborty	82/12, Jawpur Rd.-30	200
Smt Bindu Basini Dabi w/o L. Baman Chakraborty	Amtala	70
Sri Bankim Ch. Sengupta	Kulti Govt. Cy.	100
„ Santosh Kr. Baidya	Stholpota	200
„ Bhupendra nath Mukharjee	Basbra Photograph Cy.	200
„ Dwiendra Kr. Patra	Ganeshnagar	200
Dhirendra nath Mukherjee	Bankimpalli	200
„ Dhirendra Kundu	319/37, Khudiram Cy.-28	200
Bejoy Kr. Chakraborty	Kiranalaya	140
„ Anil Kr. Chakraborty	Khalisakota Cy.-51	200
Smt Bharati Mukherjee	14, Silver House Habra	100

Name	Address	Rs.
Sri Bejoy Krishna Sarkar	Bongaon Subhasnagar	200
Amulya Bhusan Base	364/17, Neraji Sudhas Rd.	200
Amulya Kr. Das	113/1, Asokenagar	200
Durga Das Bhattacharjee	Mazilpur	200
Bhupendra nath Chanda	New Production Centre, Asokenagar	200
Bejoy Kr. Ghosh	Chak Mulazor	200
„ Behari lal Dutta	Uludanga	200
Amulya Charan Naskar	Dhamuah	200
„ Ananga mohan Dey	Hijalpukur	200
„ Anil Ch. Bhattacharyya	Fingapara	200
„ Benode Behari Das	Digambarpur	200
„ Birendra nath Guha Roy	Rabindra nath Avenue	150
Benoy Bhusan Sarkar	Hari Sabha Road	200
Bankim Ch. Mitra	Rajani Babu Rd.	200
Bhuban mohan Chakraborty	Kumhadhar	200
Bhushan Ch. Gayen	Mangrajpur	200
Debnath Roy Choudhury	Bashirhat	200
Atul Ch. Dey	Asokenagar	200
Benoy Bhusan Dey	H. B. Town	200
„ Bhupendra nath Roy	South Habra	200
Smt Ava Dasgupta, w/o L. Prafulla Kr.	Noapara Le.	150
Sri Anil Krishna Mitra	Gadhipalli	200
Debendra Ch. Burman Roy	Gobindapur	200
Ananda Mohan Guha	Halisahar	200
„ Dhirendra nath Banerjee	Dhirmodarmall	200
Bistoopada Das	504, Mahatma Gandhi Rd.	200
Ananta Kr. Chakraborty	Natagarh (Kalitala)	200
Anil Kr. Kar	115/2, Asokenagar	200
Bidyut Kr. Das	Chaitanya nagar	200
„ Chitta Ranjan Das	Lakshmi Habra	200
Baidya nath Mandal	Dari Krishnanagar	200
Amulya Ch. Das	303/4, Asokenagar	200
„ Brojendra nath Ghosh	1, Nilganj Rd.	140
Amarendra nath Basu	Kamarpole	200
Bejoy Kr. Basu	Rajapur	200
Anil Kr. Das	162F, Bagha Jatin pally	200
Bana Behari Chakraborty	Gobindapur	140
„ Benoy Krishna Das	Halisahar	200
Smt Binapani Nandi, w/o L. Indra.	14, Subhasnagar Bye Le.	100
Sri Amiya Kr. Hui Majumdar	Simulia	200

Name	Address	Rs.
Smt Amiya Gupta, w/o L. Khagendra nath.	283/3, Asokenagar	150
,, Priya bala Dutta, w/o L. Dhirendra nath.	Lal Mohan Banerjee Rd.	200
Sri Chitta Ranjan Chakraborty	Halisahar	200
,, Abi Bhusan Bhattacharjee	Baduipara No 2 Govt. cly.	200
Gouranga Ch. Das	Pansela Sodepur	200
Amrita Lal Sarkar	Khotra Hari Chatterjee Rd.	200
,, Chand mohan Das	New Barrackpore	200
,, Anil Ch. Ganguli	1, Green Row	200
Biswesswar Biswas	Napara	200
Bankim Ch. Chatterjee	Ghoshpur	200
,, Amrita lal Mukherjee	Shyamnagar	200
Dhirendra Ch. Bhowmick	Dasha Bandhunagar-59	200
Amulya Ch. Chakraborty	Anandamath	200
,, Bhowani Prosad Banerjee	244, Netaji Cy.-50	200
Smt Dipali Misra, D/o L. Jiban Ch.	Durgangar	100
Sri Birendra nath Pal	Ramkanta Banerjee Lodge-56	200
,, Arabinda Nandy	Mahamayatala	200
Brajendra lal Biswas (Karmakar)	53/8, Asokenagar	200
Bidhu Bhusan Bairagi	Durganagar	200
Dinesh Ch. Chowduri	174/1, Sodepore	200
Gobinda nath Chakraborty	P-2A, Kanangu Park	140
Bishnupada Dewan	Jagaddal	200
Birendra Kr. Saha	559/8, Asokenagar	200
Birendra nath Bose	Ghampaberia Govt. Cy.	200
Anil Kr. Dey	600/3, Kankpul	200
,, Amulya Kr. Sen	Palta Sreepally	200
,, Biswanath Sen	Ferifun Rd.	200
Smt Bimala bala Chakraborty, w/o L. Bejoy Kr.	Gobrapur	200
Binapani Devi w/o L, Jnanda Ranjan Chakraborty	16, Srinagore	100
Sri Debendra nath Ghosh	Pansila	200
Dhirendra nath Roy	Michalnagar	200
Badi Narayan Hizra	Shyamnagar	200
Adhir nath Roy	458/4, Asokenagar	200
Ajit Kr. Roychoudhury	18, Katudanga Rd.	200
,, Anil Kr. Sinha	15, Chatta Rd.	200
Smt Anima Sengupta, w/o L. Bhupesh Ch.	Sreepur	200
Sri Adinath Sanyal	Rahra utterpara	200
Bankim Ch Roy	East Kanlialpara	200
Ashutosh Mukherjee	Purba Barisha	200
Amulya Ch. Goswami	Saktipur	200

	Name	Address	Rs
,,	Anil Kr. Dey	Hijalpukuria	200
,,	Bhabesh Ch. Nandi	A/24, Ramgarh	200
,,	Deb Ranjan Mukherjee	Gobardanga	200
	Dhirendra Ch. Talapatra	481/4, Asokenagar	200
	Debendra nath Majumdar	Palla	200
	Anil Ch. Choudhury	87, Manicktolla main Rd.-54	200
	Chitta Ranjan Dey	Shimulpur	200
,,	Dhirendra nath Das	706/3, Asokenagar	200
,,	Dhirendra nath Bose	9, B. T. Rd.-56	200
,,	Bhubaneswar Maitra	398/1, Asokenagar	200
,,	Amulya Ch. Kundu	Pratapgarh	200
,,	Benode Behari Chakraborty	1, East Kapta para Rd.	200
,,	Adhir Kr. Dey	Dinabandhunagar	200
,,	Barada Kr. Majumdar	Chatra	200
,,	Sashi Kr. Samoddar	29/2, Four Family Qr. Newland	200

Dist—MIDNAPURE

Sri	Amulay Ch. Maity	Sonapetiya	125
,,	Arun Ch. Jana	Khirai (via Pingla)	200
	Bhupendra nath Panda	Uttar Bahalia	100
	Bidhu Bhusan Kuity	Bar Basudevpur	200
	Bankim Ch. Bar	Bhaitgarh	160
,,	Bishoupada Kuiti	Changra Kalagande	200
	Batul Ch. Acharjee	Dalimbachak	200
,,	Bankim Behari Giri	Amtalia	200
,,	Braja Rakhal Siromoni	Kotebazar	200
,,	Birendra nath Mondal	Barbasudebpur	200
	Bankim Ch. Mal	Shyampur	200
	Jasoda Kr. Routh	Debalpur	200
	Hira Lal Maity	Bar Bashudebpur	125
	Shuvranshu Sekhar Kundu	Naradari	170
,,	Mrityunjoy Jana	Guaberia	200
,,	Ram Ch. Samanta	Hadia	200
	Sripada Acharjya	Palanda	125
	Rabindra nath Mitra	Parulia	200
	Chandra Sekhar Rana	Kakharda	200
	Choudhuri Charan Bar	Gorahar	200
	Dhirendra nath Ghose	Padampath	200
	Dhairjyadhar Pramanik	Birinchiberia	200
	Gosthabehari Sanki	Kumarpur	200
	Gopinath Manna	Uttar Tajpur	200
	Gobordhan Santra	Banki	200

Name	Address	Rs.
Smt Hemangini Pahari, w/o L. Haripada	Athilagori	100
Sri Haribar Prasad Singha	Garhbeta	200
Smt Indumati Panigrahi, w/o L. Panchanan.	Purasattampore	80
Sri Indra Dolai	Supa Pursuri	200
Jyotindra nath Manna	Ichhabari	200
,, Jagadish Ch. Das	Bara Subarnanagar	200
Smt Jnantarangini Maiti w/o L. Sripati Ranjan	Rajarampur	100
Sri Jagneswar Jana	Barbajitpur	200
,, Khandu Shee	Ghoradoura	200
,, Khudiram Mallik	Simulberia	200
,, Krishna pada Das	Atabati	200
Smt Lakshmipriya Pradhan, w/o L. Jshwar Ch.	Solat	150
Sri Mangobindal Mondal	Chhota Rasulpur	200
Nalini Ranjan Singha Roy	Garhbeta	200
Narendra nath Manna	Uttar Dihimukundapore	170
Nritya Gopal Mondal	Paniparul	200
Narendra nath Das	,,	150
Narayan Ch. Ghosh	Kota	200
,, Nagendra nath Munda	Dubda	200
,, Paresh Ch. Paria	Jagannath Karber	200
Smt Sovarani Singha, w/o L. Bankim Behari.	Solat	150
Sri Satyendra Kr. Pattonayak	Haribarpur	200
Sakharam Munshi	Balikalua	200
Sitangshu Sekhar Nanda	Uttar Maithuna	200
Sadhan Ch. Pradhan	,, Dihimuokundapore	200
Satish Ch. Mandal	Golaugrasanda	200
Sarat Ch. Manna	Uttar Dihimukundapur	200
Bhutwswar Paria	Jalalpur	200
Birendra nath Maji	Mauza Alasuli	175
Jatindra nath Kundu	Anandapur	200
Kartick Ch. Maji	Changra	200
Lachman Prasad Adhikari	Barabari	200
Nakul Ch. Pramanik	Deulpota	200
Santosh Kr. Adhikari	Parbatipur	200
Anadicharan Pattanayak	Chakdaha	200
,, Achintya Kr. Paria	Panichiari	200
Smt Amala Acharya, w/o L. Jiban Ch.	300, Subhas Palli	165
Sri Ananta Digar	Kamala	200
Smt Kiron bala Maiti, w/o L. Girish Ch.	Solpotia	100
Kamala bala Dey, w/o L. Bhola nath.	Ballavpur	70
,, Kamala bala Punjo w/o L. Bhutnath.	Ayamamohanpur	150

Name	Address	Rs.
Sai Kenaram Bera	Teor Khali	200
Kenailal Jana	Amdan	200
Kenaram Ghorai	Gokulpur	200
Khudiram Bhuian	Sanbarikabar	200
Kali pada Shit	Basudeberia	200
Kebirod Ch. Giri	Sonamui	200
Gobinda Kr. Singh	Garbeta	200
Abinash Ch. Guchhait	Kuberduttaveri	200
Abanti Kr. Patra	Serpur Etowaribar	200
Gunadhar Das	Iswarpur	160

(To be continued.)

AD VITAMIN

Massage Oil is a Must

—FOR—

GROWING BABIES

SUNNY INDUSTRIES (P) LTD., Calcutta-25

Distributors for Indla DEYS MEDICAL STORES (P) Ltd.

MENDEC-2006

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ
বিক্রয়ে সর্বাধিক

সম্পাদক মণ্ডলী : সর্বশ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), পরিমল মজুমদার, প্রভাত বরচৌধুরী, শান্তি শরণ রায়চৌধুরী

প্রেস : প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯ হইতে শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় ৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭, (ফোন : ৩৪-১৭২৪) হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—বিনয় সেনগুপ্ত মূল্য ২৫ পঃ